ঘুঘুচরার ঘুঘু

রতন শিকদার

'সত্যকণ্ঠ চ্যানেলে'র 'রহস্য ঘোমটার আড়ালে' সিরিয়ালের জমজমাট এপিসোড। তার মাঝে হঠাৎ বিজ্ঞাপন-বিরতি। বিরক্তি দর্শক হৃদয়ে। সুমিত্রারও বিরক্ত। সারাটা দিন সে অপেক্ষা করে থাকে সন্ধেবেলার এই রহস্য-সিরিয়ালটা দেখার জন্য। মাসাধিক কাল খবরের কাগজের পাতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বেরিয়েছিল। সিরিয়ালের কাহিনি সেখান থেকেই নেওয়া। কালাবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের চিহ্ন চারডানার ঈগলপাখিটা ১০ সেকেন্ড টিভির পর্দায় স্থির থেকে উড়ে চলে যায় ডানদিকে। পর্দার বাইরে বেরিয়ে যাবার ঠিক আগে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে দেয় দর্শকদের দিকে। ঠিক তারপরই গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসে—

জনগণের প্রতি বিশেষ ঘোষণা। গতকাল ঘুঘুচরা সংশোধনাগার থেকে কয়েকজন মহিলা এবং পুরুষ পালিয়েছে। এরা সরকারি লঙ্গি মুখে নেয় না। বেআইনিভাবে অনশন ধর্মঘট করছিল। সরকারি চিকিৎসক অনশন ভাঙাতে ব্যর্থ হয়। এরা তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। প্রহরীদের প্রহার করে সংশোধনাগারের বাইরে চলে যায়। চিকিৎসকের অভিমত এরা সকলেই মানসিক রুগি। দর্শকদের জানানো যাচ্ছে যে এদের সম্পর্কে কোনও খবর জানতে পারলে তৎক্ষণাৎ কালাবাজারে খবর দিন। সঠিক সংবাদদাতাকে সরকার আর্থিক পুরস্কার দেবেন। মনে রাখবেন এদের সম্পর্কে কোনও খবর স্বেচ্ছায় গোপন করা আইনত দণ্ডনীয়। পলাতকদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ— পোশাক ছিন্নভিন্ন, মাথার চুল উশকোখুশকো, চেহারা অস্থিচর্মসার ভিখারির মতো চেহারা। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে তীব্র হিংস্রতা। স্বভাবে সব যেন বাস্তুঘুঘু।

সিরিয়াল দেখায় বাধা পড়ায় সুমিত্রার বিরক্তিটুকু মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। আজ অবধি সুমিত্রা সরকারি-বেসরকারি কোনও পুরস্কারই পায়নি।

টিভির পর্দায় আবার ভেসে উঠল চারডানার ঈগল। তার নীচে খবর জানাবার ঠিকানা ও ফোন নম্বর। সুমিত্রা চটপট সেসব টুকে নিল টেবিলে পড়ে থাকা খবরের কাগজের পাতায়।

সুমিত্রাকে এ পুরস্কারটা বাগাতেই হবে। তবে সে নিজে এদের ধরতে যাবে না। হদিশ পেলেই সে খবর পৌঁছে দেবে পাড়ার অসরকারি সংগঠনকে। ওদের ছেলেরা এরকম ব্যাপারে সবসময় সরকারের পাশে থাকে। আর পুরস্কারটা সরকার তাদের দিলেও, তার কিছুটা ভাগ তারা নিশ্চয়ই দেবে সুমিত্রাকে।

সুমিত্রা অনেক বাস্তুঘুঘু দেখেছে। জানালার পর্দাটা একটু ফাঁক করে সে বসে রইল ঘুঘুচরার ঘুঘুধরার ফাঁদ পেতে। ■

অজ্ঞে করে দান

অলোক ঘোষ

তখনও আলো পরিস্কার হয়নি। খোলা আকাশ জুড়ে ঘোলাটে ভাব। কেমন যেন লাজুক লাজুক আলো। অহীন সোম এই মুহূর্তেই গৃহচ্যুত হলেন। একটু পা চালিয়ে হাঁটছেন। ও পাড়ার পাশের রাস্তার মোড়ে ঝুরিহীন বটগাছের নীচে এতক্ষণে সদ্য প্রৌঢ়ত্বের ছাপ লাগা লোকগুলো পৌঁছে গেছে। এখান থেকেই তাদের হাঁটা শুরু।

সবে এক বছর হয়েছে তিনি কর্মচ্যুত হয়েছেন। বা বলা চলে একঘেয়েমির থেকে অব্যহতি পেয়েছেন। বড় সাধ ছিল এবার অনেক বেলা অবধি ঘুমোবেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের বদ অভ্যাস আর মরল কই? কাকেদের আগেই ঘুম ভাঙে। আর তখনই এক কাপ চায়ের জন্যে মস্তিষ্কের কোষে কোষে চিল চিৎকার। চা জুটলেই বেগ সামলানো দায়। ব্যাস সাধের ঘুমের দফা গয়া। তবু জোর করে মটকা মেরে বিছানা আর বালিশের সাথে খানিক পিরীত পর্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধ সাধল টেকো হরেন ডাক্তার। অকারণে আলাপ জমাতে গিয়েই তো ঘোঁট পাকিয়ে দিল। একবার ভেতরের কল কব্জাগুলোর খোঁজ খবর করিয়ে নিন না। আর এ হেন উপদেশ হাওয়ায় উড়তে থাকে। উড়তে উড়তে বাড়ির লোকের কানেও ঢুকে গেল। ব্যাস আর যাবা কোথায়? চারিদিকে হই চই। পরীক্ষা গুলো করিয়ে নিন না বাবা! আর তিনি তো এই সুযোগে প্রাণ খুলে গান শুরু করে দিলেন। এবার একটু দরাজ হও। সারা জীবন এত মিষ্টি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে? তারপর মুখ ঘুরিয়ে অন্যদের দিকে ফিরে মনের কথা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, বাপের জন্যে এমন কিপটে লোক দেখিনি বাপু, ক'ফোঁটা রক্ত দিতেও হিসেবের খাতা খুলে বসবে। অগত্যা, অহীন সোমের দশা, ভিক্ষা চাইনা মা, কুকুর সামলান। ব্যাস, ভুত তাড়ানো ওঝা ডাকার মতো এক রক্ত-চোষাকে ডেকে আনল। হাতে ব্যান্ড বেঁধে সিরিঞ্জ নিয়ে তেড়ে এল। ব্যাস জীবনের সাড়ে সর্বনাশ। রক্তে চিনির বাড়াবাড়ি আধিক্যেতা। টেকো হরেন খাতা খুলে বসে গেলেন। এটা খালি পেটে, ওটা খাবার আগে, আর ওইটা খাবার পরে। তারপর পাতা জুড়ে তার পাণ্ডিত্ব। এটা আপনার খাদ্য না। তন্ডুল বর্জন। গাদা গাদা শাক সবজি খাবেন। চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে অহীন বাবু ভাবেন, লোকটা কি আমাকে গরু ছাগল ভেবেছে?

দিকে দিকে সেই বার্তা ছোটাছুটি শুরু করল উপদেশের বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে দলে দলে আসছে আর চায়ের বন্যায় হাবু ডুবু খেয়ে উপদেশের মূল্য বুঝে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আরও নিকট সম্পর্ক যারা, তাদের কারও হাতে মেথির গুঁড়ো, থলে ভরা জামপাতা, জামের বিচি ইত্যাদি। অহীনের এই হীন দুর্দশা থেকে মুক্ত করার কেউ নেই। ওনার দল পরিবর্তন। খাবার টেবিল থেকে সরে গেলেন। আমরা পরে খাব।

বেলা অবধি ঘুমোনোর সেই সাধের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়ে গেল। আর তাই অন্ধকার কাটার আগেই শত্রু ভবন থেকে ছুটে বেরোন। জীবনের তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ কুত্তার জীবনে পৌঁছন দলা বাঁধা সব লোকগুলোর মধ্যে হারিয়ে যান। সেখানেই তিনি শেষ উপদেশ পেলেন। নারী বর্জিত নাটকের মহা-নায়ক মহাদেব সামন্ত বললেন, মশাই, এবার থেকে সম্পর্কটা তিক্ত করে তুলুন, দেখবেন রক্তের চিনি পালিয়ে পথ পাবে না।

তারপর থেকে অহীন সোম আর বটতলায় আসেন না। সাইক্রিয়াটিস্টের দরবার তার নিত্য হাজিরা। ■

ভক্ত

সিদ্ধেশ্বর পোদ্দার

সনাতনবাবু একজন ধার্মিক মানুষ। চায়ের দোকান, মাছবাজার, পার্কে সব সময় ধর্মের কথা বলেন। যেখানে কীর্তন গানের আসর সেখানেই তার দেখা পাওয়া যায়। পালা গান, নামকীর্তন সব ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাকে প্রথম সারিতে দেখা যায়। সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কপালে ফোঁটা কাটেন। গলায় মোটা তুলসীর মালা পড়েন এবং সব সময় সাদা পোশাকে শরীর ঢেকে রাখেন, হাতে থাকে জপের মালা।

পাড়ার সবাই বলেন সনাতনবাবুর কী ভক্তি। এমন ভক্তি আজকাল কজনের মধ্যে দেখা যায়। প্রচুর টাকা আয় করেন তবুও কোনও অহংকার নেই। পাড়ার যে কোন বৈষ্ণবসেবায় নিমন্ত্রণ বাধা। পাড়ার ছত্রিশ প্রহর নামকীর্তনের আসরে মহিলা ভক্তদের কপালে ফোঁটা পড়াবার দায়িত্ব আনন্দের সঙ্গে পালন করেন। শোনা যায় যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি মোটা অঙ্কের চাঁদা দেন।

আজ পাড়ায় গুঞ্জন। দূরদর্শনের পর্দায় সবার চোখ। টিভির পর্দায় সনাতনবাবুকে দেখা যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে সনাতনবাবু ধরা পড়েছেন। ■

জঙ্গল সাফারি

দেব চক্রবর্তী

বাড়ি আছে, ঘর নেই। জমি আছে, চাষ নেই। শরীর আছে, স্বাস্থ্য নেই। শীত আছে, কাঁথা নেই। তৃষ্ণা আছে, জল নেই। নেই এর অলিগলিতেই এখন ভীষণ ফাঁদ। চোরা গুপ্তা আক্রমণ। তাই জঙ্গল ভ্রমণ কখনই নিরোপদ্রব বা নিরাপদ নয়। বিশেষ করে রাতে তো নয়ই। ফলে দিনই ভরসা। আর দিনের বেলা সূর্য এখানে অকৃপণ। কালো শিশুর মতোই গড়াগড়ি দেয় লাল মাটিতে। 'মানুষ' কিছু না দিলেও প্রকৃতি দিয়েছে উজার করে। মহুয়া, পলাশ, কেন্দ, শাল, সেগুনে সাজানো 'তাদের' বাগান।

এখন পলাশের দিন। লালে লাল ল্যান্ডস্কেপ্। ■

পজিটিভ

পিন্টু সাহা

অফিস থেকে বেড়িয়ে নিঃশব্দে বাস স্ট্যান্ডে এসে অনিন্দিতা দাঁড়াল। দুপুর থেকেই আকাশটা মুখ গোমরা করে আছে। আগে আকাশের এরকম মুখ গোমরা করা ভাবটা অনিন্দিতার মুখে হাসি নিয়ে আসত। ও ভাবছিল—দুর্জয়ের সাথে কতবারই না বৃষ্টিতে ভিজেছে! দুর্জয়ের বৃষ্টিভেজা চোখের চাউনি দেখে কতবারই না লজ্জায় ও লাল হয়ে গেছে। ভিজে বাড়িতে ফিরে দুর্জয়ের মা-বাবার কাছে কতই না বকুনি খেয়েছে। কিন্তু আজ আর বৃষ্টিতে ভিজতে ওর ভাল লাগে না। দু'মাস আগের কথা ওর মনে পড়ল। বাড়ি ভর্তি লোক। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ। সুসজ্জিত খাটে দুর্জয়ের ছবির শরীর। লরিটা এমন ভাবে মেরেছে যে মুখটা চেনাই যাচ্ছে না।

ভাবতে ভাবতেই বৃষ্টি নেমে এল। অনিন্দিতা নিজের চোখের জল সংবরণ করার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। অফিস থেকে ফেরার পথে প্রেগনেন্সি টেস্টের রিপোর্টটা নিয়ে এসেছে। 'রিপোর্ট' পজিটিভ। ■

নষ্ট

সুব্রত দাস

রাজারাম বৈরাগী হবে। ভেবেছিল। গলায় গান ছিল। আঙুলে জাদু। নবীন কিশোর রাজারাম আখরায় আখরায় নাচত। দেখে এ তল্লাটের ছেলেবুড়ো ভাবত, আহা বড় দরদ দিয়ে গায় ছেলেটা! সেবার ফুলিয়ার মেলায় কানাই গোস্বামী হাতের দোতরাখান রাজারামকে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তুইবাপ একদিন মস্ত গোঁসাই ছবি। স্বয়ং রাধামাধব তোর গলায়। আহা...পিরিতি চাতুরি...'

সেই রাজারাম এখন মুদি। দোকানের টুলে বসে জাবদাখাতায় হিসেব লেখে। লেখে ধার। বাকি। ধার। বাকি। ধার...

গ্রাম বদলে গঞ্জতে হয়েছে। লোকজন বেড়েছে। ব্যবসা বেড়েছে। দোকান এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত। রাজারামের উল্টোদিকে নফরমিঞার দোকান। অনেক পুরোনো তবু দিব্যি টিকে আছে। তুলনায় রাজারামের দোকান নতুন। চটক লাগে লোকের। কত মালপত্তর! রঙ-বেরঙের কাগজ ঝোলে। দু-পাঁচজন লোক খাটে। রোজগার নেহাত কম নয়।

তবু কিসের যেন একটা অভাব। কিসের...। কিসের? ভাবে রাজারাম। ভাবে যে, এই তো যথেষ্ট।

ছোট ছেলে লকাই একদিন ছেঁড়া দোতারাটা বের করে আনল ছাতের ঘর থেকে।

'বাজান ইটা কিয়া? বাজায় ক্যামপে?'

রাজারাম হাত দেয় ভাঙা বাজানাটার উপর। ভাবে। ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এই সংসার...এই পোড়া সংসার।

রাতে ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় উঠে বসে। কেন ঘুম আসে না। কেন? কেন?

সকালে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় রাজারাম। সারা রাতের ঘুম চোখের তলায় কালি হয়ে বসে আছে। মুখে ক্লান্তি বলিরেখা।

ধনঞ্জয় পাশের চায়ের দোকান খুলছে। কমল উনুনের ঝিক পরিস্কারে ব্যস্ত। বৃন্দাবন বৈরাগী গুটিসুটি পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজারামকে দেখে একগাল হেসে বলল—

'ভায়া পেরথমে ঝাঁপখুলি আমারে একটা ট্যাকা দিও। সুক্কাল সুক্কাল গরিব দুঃখীরে কিছু দিলি, ভগবান...'

'শালা ভিখারি!' মনে মনে বলল রাজারাম। হারামি। ওই নফরমিঞার কেনা মেয়েমানুষের মতো। বৈরাগী না ছাই! যত্তসব। ■